গাংনীতে প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মাঝে খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মাঝে খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর -২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহা:সাহিদুজ্জামান খোকন।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের নিজ বাসভবনে উপজেলার ৪০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের হাতে খেলাধুলার সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওবায়দুর রহমান।

গাংনী সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজার সঞ্চালনায় সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দানেছূর রহমান, ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, নবীন পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান মুক্তি সহ ৪০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিম্নমানের খাবার সরবরাহের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের জন্য সরবরাহকৃত খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোগী সাধারণ। ঠিকাদারদের দেয়া খাবারের মান যাচাই ও ওজন পরিমাপ করার নিয়ম থাকলেও সেটি করা হচ্ছে না। খাবারের মান ও ওজন দেখে না নেয়ার কথা স্বীকার করেছেন স্বাস্থ কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার

সাদিয়া সুলতানা।

জানা গেছে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাঝে মধ্যে রোগাক্রান্ত পোল্ট্রি মুরগী ও পচা সিলভার কার্প মাছ সরবরাহ করা হয়। নিয়মানুযায়ি আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার খাবারের মান যাচাই ও ওজন ঠিকভাবে দেখে নিবেন। কিন্তু আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার তা করেন না। বাবুর্চির দেয়া তথ্য নোট করে নেন। আবার কতটুকু খাবার দেয়া হচ্ছে তা ঠিক পরিমাপ করা হয় না। ঠিকাদার যা বলেন সেটাই লিপিবদ্ধ করে বিল দেয়া হয়।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন রোগি জানান, যে খাবার দেয়া হয় তা গরীব মানুষেরা নিজ বাড়িতেও খান না। বাধ্য হয়ে অনেক রোগী বাড়ি কিংবা বাইরে থেকে খাবার কিনে আনেন।

বাবুর্চি লাইলী জানান, তিনি ঠিকাদারদের কাছ থেকে যা পান তা আরএমও সাহেবকে মোবাইল ফোনে জানিয়ে দেন। কতজন রোগীর খাবার বা কতটুকু তা ওজন দেখেন না তিনি।

এদিকে কতজন রোগী ভর্তি থাকেন আর কতজনকে কি খাবার দেয়া হবে সে বিষয়ে আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার সাদিয়া সুলতানা জানান, কোন অফিশিয়াল তথ্য নিতে হলে তথ্য আইনে ফরম পুরুণ করে নিতে হবে। খাবারের মান যাচাই সম্পর্কে তিনি জানান, প্রতিদিন খাবার দেখে মেপে নেয়ার কোন বাধ্য বাধকতা নেই তাই বাবুর্চির দেয়া তথ্য ঠিকভাবে ধরে নেয়া হয়।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক জানান, করোনার কারণে হাসপাতালে যাওয়া হয়নি। বিভিন্ন প্রোগ্রামে ব্যস্ত ছিলাম। এখন গিয়ে সব দেখা হবে। কোন অনিয়ম প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

মেহেরপুর-২ গাংনীর সাংসদ ও উপজেলা স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন জানান, সঙ্গত কারণেই খোঁজ খবর নেয়া হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে আবারো মা মেয়ের আমরণ অনশন

মেহেরপুরের গাংনী পৌর সভায় চাকুরি পেতে প্রদানকৃত ১৫ লাখ টাকা ফেরতের দাবীতে আবারো আমরণ অনশনে বসেছেন মা ও মেয়ে । সোমবার বিকেল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনার চত্বরে অনশনে বসেন তাঁরা।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, তিন বছর আগে গাংনী পৌর এলকার শিশিরপাড়া গ্রামেরর শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহাদুরের মেয়ে জনৈক মোমিনের স্ত্রী মৌমিতা খাতুর পলি পৌরসভায় হিসাব রক্ষণ সহকারি পদে চাকরি পেতে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামকে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

মেয়র একটি মামলায় জেল হাজতে থাকায় তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনার ব্যাংক একাউন্টে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা জমা করেন মৌমিতার স্বামী মোমিন। টাকা প্রদান করার ৩ বছর পেরিয়ে গেলেও মৌমিতার চাকরি স্থায়ী করণ করেনি মেয়র আশরাফুল ইসলাম। উপরন্ত মৌমিতার পদে মোটা অংকের টাকা নিয়ে মেহেরপুরের একটি মেয়েকে চাকরি দেন।

পরে মৌমিতা টাকা ফেরত চাইলে আজকাল করে নানা অজু হাতে ঘুরাতে থাকে মেয়র। ব্যাংক জমাকৃত টাকার ব্যাংক রশিদ নিয়ে বিভিন্ন মহলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান মৌমিতা ও তার পরিবার। অবশষে কুলকিনারা হারিয়ে গত ২৩ আগস্ট অনশনে বসেন মৌমিতা ও তার মা। দিন শেষে গাংনী থানার ওসি বিচারের প্রতিশ্রুত দিয়ে পরের দিন থানায় গাংনীর বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ ও গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান স্থানীয় শালিশের ব্যবস্থা করেও তা অমীমাংসিত অবস্থায় শালিশ শেষ হয়।

এ সময় ঐদিন মেয়র আশরাফুল ইসলাম মৌমিতার স্বামীর মোমিনের হাতে টাকা ফেরত দোবার কথা বল্লেও মোমিন টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন আমি কোনো টাকা পয়সা মেয়রের নিকট থেকে নিইনি এবং কোথাও স্বাক্ষর করিনি। মৌমিতা দিশেহারা হয়ে বিভিন্ন মহলের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। টাকা না ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত তারা আমরণ অনশন করবেন বলে জানান মৌমিতা।

এদিকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, মৌমিতা খাতুন পলির পিতা শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহুদুর আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তার বাড়ির সামনে হাফজুলের বাড়ির সামনে আমার ৪০ শতাংশ জমি আছে। আমার উক্ত জমির ৫ কাঠা বিক্রি করার জন্য দামাদামি করি। উক্ত ৫ কাঠা জমির মূল্য নির্ধারন করা হয় ১৫ লাখ টাকা। জমি বিক্রি করার জন্য মৌমিতা খাতুন পলির কথিত স্বামী মোমিন টাকা দিয়েছিলেন, চাকরির জন্য নয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, অনশনের বিষটি তিনি জনেছেন। তিনি বলেন আমরা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মেয়র সাহেবের সাথে বসেছিলাম। বিষয়টি অমীমাংসিত রয়েগেছে। তবে এসব বিষয়ে আদালতের যাওয়া ছাড়া কোন উপাই দেখছিনা।

মেহেরপুরের সড়ক কাঁপাচ্ছে কিশোর ড্রাইভাররা

নেই ড্রাইভিং লাইসেন্স। নেই সড়কে চলাচলের সংকেত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। তারপরও শত শত কিশোর মোটরসাইকেল, ইজিবাইক, লক্কর-ঝক্কর মাইক্রোবাসের চালকের আসনে নিয়মিত ড্রাইভার। এসব অনভিজ্ঞ কিশোর চালকের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘিরে সড়কে ঘুরছে নিজেদেও ও সাধারণ যাত্রীদের জীবনচাকা।

প্রশাসনের তেমন নজরদারি না থাকায় দিন দিন সড়কে অনভিজ্ঞ লাইসেন্সহীন কিশোর চালকদের মটরসাইকেল ও ইজিবাইকের হ্যান্ডেল ধরার প্রতিযোগিতা বেড়েই চলছে। কখনও প্রয়োজনের তাগিদে আবার কখনও শখের বসে লোকাল সড়ক থেকে প্রধান সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। এর ফলে ছোট খাটো দুর্ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে।

মেহেরপুর জেলা অটো ইজিবাইক মালিক সমিতির তথ্য অনুযায়ি জেলায় প্রায় ৮ হাজারের মত অটো চলাচল করে। সমিতির আওতাভুক্ত ১৮শ মত। এদের ভিতর অনেকেই অপ্রাপ্ত বয়সের ড্রাইভার। সরকারিভাবে এইসব অটো চালকদের লাইসেন্স দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। ছোট মেহেরপুর শহরে প্রায় ২ হাজার অটো চলাচল করে। যাদের বেশির ভাগই অনভিজ্ঞ

মেহেরপুর কাথুলী সিমান্তে ভারতীয় মদ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবি সদস্যরা ভারতীয় মদ ও ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে।

সোমবার ভোরের দিকে কাথুলী বিজিবির টহল টহল দল পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০ বোতল মদ ও ৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

কাথুলী সীমান্ত ক্যাম্পের সুবেদার সুবোধ কুমার পালেরের নেতৃত্বে সীমান্ত ক্যাম্পের সদস্যরা টহল শেষে ফেরার পথে কাথুলী মাঠের মধ্যে থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় মদ ও ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

গাংনীতে ভুয়া কবিরাজের ১ মাসের জেল ও জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে সাজিদ রহমান নামের এক ভুয়া কবিরাজকে এক মাসের কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি) অভিযান পরিচালনা করেন।

দন্ডিত ভুয়া কবিরাজ সাজিদ রহমান (২৪) নাটোর জেলার,লালপুর থানার ইসলামপুর গ্রামের মাজদার রহমানের ছেলে।

জানাগেছে, গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের শশুর বকুলের বাড়িতে থেকে দীর্ঘদিন ধরে কবিরাজি ব্যাবসা চালিয়ে আসছেন সাজিদ রহমান। বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত দালাল চক্রের মাধ্যমে রোগী সংগ্রহ করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দিতেন তিনি।

স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ

আদালতের অভিযানে কবিরাজ সাজিদ রহমানের কাছে চিকিৎসা সম্পর্কিত কাগজপত্র না থাকায় বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী আইন লঙ্ঘন অপরাধে এক মাসের কারাদন্ড এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনাকে পাল্টাপাল্টি হামলায় আহত -২

গাংনী বাজারের আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কর্মচারী রাকিবুল ইসলাম
(২৬) ও গাংনী পৌর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তারিক (১৬) এর ওপর পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।
এ ঘটনায় হামলাকারী তারেক এবং হোটেল কর্মচারী রাকিবুল দুজনেই রক্তাক্ত জখম হয়েছেন।

রাকিবুল ইসলাম উপজেলার ভরাট গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে ও তারিক গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হারেজ কসাইয়ের ছেলে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারখানায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কর্মচারী জাহিদ (২০) ও শান্ত
(২১) জানায়, ঘটনার সময় তন্ময় (২২) নামের এজজন কারখানার মধ্যে ঢুকে জাহিদ কোথায় জিজ্ঞাসা করে। রাকিবুল ইসলাম, জাহিদ কারখানায় নেই বলে জানালে তন্ময় ও তারিক তার উপরে চড়াও হয়। এক পর্যায়ে তারিক রাকিবুলকে মাথায় রড দিয়ে বেশ কয়েকটি আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে।

পরে রাহিমুল ইসলামও কারখানায় থাকা দেশীয় অস্ত্র বটি দিয়ে তারিককে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। স্থানীয়রা আহত দু’জনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাহিবুলকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। তারিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক রাশিদুল আমিন জানান, কর্মরত অবস্থায় আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে আমার কর্মচারীকে মারধর করেছে। রাহিবুল আত্মরক্ষার্থে তারেকের উপরে হামলা করেছে। তাছাড়া আমার কর্মচারীর যদি কোন অপরাধ করে থাকে সে বিষয়টি আমাকে না জানিয়ে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অনধিকার প্রবেশ ও কর্মচারীকে মারধর এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, হামলার ঘটনার সংবাদ পেয়েছি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী প্রেসক্লাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী প্রেসক্লাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শনিবার বিকালে গাংনী প্রেসক্লাব ভবনে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রভাষক রমজান আলীর সভাপতিত্বে আরটিভি প্রতিনিধি সাবেক সম্পাদক মাজেদুল হক মানিকের সঞ্চালনায় সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও মাই টিভির জেলা প্রতিনিধি মাহাবুব আলম, সিনিয়র সদস্য ও জিটিভি ও ডেইলি অবজারভার এর মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রফিকুল আলম,

সিনিয়র সাংবাদিক নুরুল ইসলাম নুহু বাঙ্গালী, সাবেক সম্পাদক ও বিজয় টিভি, সময়ের আলো জেলা প্রতিনিধি তৌহিদউদ্দোলা রেজা, ৭১ টিভি ও যায়যায়দিন এর গাংনী প্রতিনিধি মজনুর রহমান আকাশ, দৈনিক মানবজমিন, বাংলা টিভির জেলা প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, দৈনিক লাখকন্ঠ, সারাবাংলা ও শিক্ষাবার্তার জেলা প্রতিনিধি এস এম রফিকুল আলম বকুল, মেহেরপুর নিউজের তোফায়েল হোসেন, মেহেরপুরের চোখ এর সোহেল রানা বাবুসহ গাংনী প্রেসক্লাবের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন ।

সভায় সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও করোনা পরিস্থিতিতে সংবাদ

সংগ্রহের সময় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং প্রেসক্লাবের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় । প্রেসক্লাব ভালভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য সাধারণ সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

গাংনীতে প্রতিবন্ধীর ভাতায় ভাগ নিলেন উজ্জ্বল!

গাংনীর তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামের স্থানীয় মাস্তান উজ্জল হোসেন নামক এক যুবকের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধীর ভাতার টাকায় ভাগ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে।

কথিত মাস্তান উজ্জ্বল উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের ইদু সেখের ছেলে । উজ্জল হোসেন নিজেকে একজন রাজনৈতিক নেতা পরিচয় দিয়ে গ্রামের অসহায় দুস্থ বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রভাব বিস্তার করে কার্ডপ্রতি ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবার জানিয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের মেম্বর না হয়েও নিজেকে বড় মাপের নেতা পরিচয় দিয়ে উজ্জল হোসেন করমদি পশ্চিমপাড়া গ্রামের অসহায় প্রতিবন্ধী রফাত আলীর মেয়ে বাক প্রতিবন্ধী মিম্মা খাতুন, আশরাফুলের ছেলে ইউসুফ পাগলা এনামুলের ছেলে প্রতিবন্ধী হাবু’ র প্রতিবন্ধী কার্ড করে দেবার নামে বিভিন্ন সময় তাদের চাপ দিয়ে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে চাঁদা আদায় করেছে।

সম্প্রতি (গত ২৬ আগষ্ট,২০২০) তারিখে জনতা ব্যাংক বামন্দী শাখা থেকে বকেয়া জনপ্রতি ৯ হাজার টাকা প্রতিবন্ধী ভাতা উত্তোলন করে। ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে রাস্তায় নেমে আসলেই সুযোগ সন্ধানী উজ্জল হোসেন তাদের নিকট থেকে টাকা গুনে দেয়ার নাম করে কেড়ে নিয়ে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা পকেটস্থ করে।

এসময় প্রতিবন্ধীরা প্রতিবাদ করলে তাদেরকে উজ্জল ভয়ভীতি দেখিয়ে বলেন টাকা না দিলে কার্ড বাতিল করে দেয়া হবে। কার্ড বাতিলের ভয়ে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]